R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর
সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৫১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১০ সাল।
১৪ই মে, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

সারা মুর্শিদাবাদসহ জঙ্গিপুরেও তেরঙ্গা ঝড়ে লাল পতাকা ধূলিসাৎ, অধীরের জেলা পরিষদ দখল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে তেরঙ্গা ঝড়ে জেলার একমাত্র লাল দুর্গ জঙ্গিপুরেও ফাটল ধরলো। কথা মতো জেলা সভাপতি কংগ্রেসের ডাকসাইটে নেতা বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী জেলা পরিষদ থেকেও সি পি এমকে উৎখাত করলেন। জেলা পরিষদের ৬০টি আসনের ৩৩ টিই কংগ্রেসের দখলে গেছে। তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার জেলা পরিষদের ১৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই ১০ টিতে জয়লাভ করেছে। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমানের পুত্র আখরুজ্জামান প্রায় ২৭০০ ভোটে সি পি এমের বিতর্কিত মহিলা প্রার্থী স্মৃতি রায়কে পরাজিত করেছেন। মহকুমায় কংগ্রেসের সবচেয়ে ভাল ফল সাগরদীঘি, সুতী-১ ও সুতী-২ ব্লকে। সেখানে জেলা পরিষদে সি পি এম সব আসনেই পরাজিত হয়েছে কংগ্রেসের কাছে। পঞ্চায়েত সমিতির ফলাফলে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকেও কংগ্রেস ভাল করেছে। সেখানে ১৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭ ও বি জে পি ১টি দখল করেছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে আর এস পির একমাত্র জয়ী প্রার্থী সি পি এমের (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমায় পঞ্চায়েত ভোট নির্বিঘ্নে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ছোটখাটো কিছু ঘটনা ছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমায় এবার পঞ্চায়েত ভোট একরকম নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় বাঘিড়া অভিযোগ করেন- নওদা গ্রামের ৬, ৮ এবং খোজারপাড়া গ্রামের ৭ নং বুথ দখল করে সি পি এম সমর্থকরা সেখানে প্রচুর ছাপ্পা ভোট দেয়। ঐ ব্লকের জামুয়ার অঞ্চলের রমনা প্রাঃ স্কুল বুথে বি জে পি সমর্থকরা ভোট দিতে গেলে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেখায় কিছু সি পি এম সমর্থক। এই নিয়ে গন্ডগোলের জেরে পরদিন ১২ মে সকালে বি জে পি সমর্থক মদন মন্ডল, নিখিল মন্ডল, দশরথ মন্ডলের বাড়ী ভাঙচুর হয় সি পি এম কর্মী কেদার সেখের নেতৃত্বে। প্রসাদপুর গ্রামের বি জে পি সমর্থক ভাগ্য মন্ডল সি পি এম কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন। তার নাক ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। বি জে পির পক্ষ থেকে জামুয়ার পঞ্চায়েত অফিসে সেক্টর অফিসারকে সব কিছু জানানো সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে পুলিশ যেতে দেরী করে এই অভিযোগ বি জে পি নেতা চিত্ত মুখার্জীর। জরুর অঞ্চলের তৃণমূল প্রধান বর্ত্তমানে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী দিলীপ ভদ্র (পঞ্চু) ভোটের আগের দিন রাতে পোষ্টার ছেঁড়া নিয়ে গন্ডগোলে সি পি এম সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁর মাথা ফেটে যায়। উমরপুর গ্রামে শিশু শিক্ষা মাদ্রাসা বুথে সি পি এম সমর্থকরা প্রিজাইডিং অফিসারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে গন্ডগোল পাকালে মাঝ পথে ভোট বন্ধ হয়ে যায়। প্রশাসন থেকে ওখানে র‍্যাফ পাঠানো হলে গন্ডগোল আয়ত্বে আসে। পরে ভোর রাত পর্যন্ত সেখানে ভোট চলে। সুতী-১ ব্লকের মদনা ও রঘুনাথপুরে বুথ দখল করতে গিয়ে কংগ্রেস ও সি পি এমের মধ্যে বোমাবাজি চলে। নূরপুর অঞ্চলের কাঁঠালতলা বুথে সি পি এম ও কংগ্রেসের গন্ডগোলে প্রায় ৩ ঘন্টা ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে। সুতী-২ ব্লকের ভাবকী, ছোট কাঁকড়ামারি, ডিহিগ্রাম বুথে সন্ধ্যে পাঁচটার আগে লাইনে দাঁড়ানো (শেষ পৃষ্ঠায়)

ব্যালট ছিনিয়ে নেয়ায় দ্বিতীয়বার ভোট, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের আমলাবাড়ী বুথে ভোট চলাকালীন কিছু বাইরের লোক বুথে ঢুকে যায়। তারা ব্যালট পেপার ছিনতাই এর চেষ্টা করলে বেশ কিছু ব্যালট পেপার টানাটানিতে ছিঁড়েও যায়। কংগ্রেস থেকে সি পি এমের বিরুদ্ধে ব্যালট ছিনতাই এর অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনারকে ফ্যাক্স পাঠানো হয়। নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে ঐ বুথে পরদিন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাম বিরোধী ভোট এক বাক্সে তাই আমাদের পরাজয়—মৃগাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর প্রভাবকে কিছুমাত্র মানতে রাজী নন সি পি এমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তাঁর মতে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে জঙ্গিপুরেও সি পি এমের রেজাল্ট খারাপ। জঙ্গিপুরে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোটে কর্মী সংখ্যার স্বল্পতায় বি, ডি, ও ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্ব্বাচনে কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেশ অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও কে। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, নির্ব্বাচন এড়াতে বি, ডি, ও অফিসের কর্মীকে হাত করে নাম কাটিয়েছেন অনেকে। সব থেকে টেক্কা দিয়েছেন জঙ্গিপুর স্কুলের দু' একজন শিক্ষক। তাঁরা নির্ব্বাচন এড়াতে নির্দল প্রতীক নিয়ে নির্ব্বাচনে দাঁড়ান বলে খবর। শিক্ষকদের আচরণেও তাই বিডিও বিরক্তি প্রকাশ করেন।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে বৈশাখ বুধবার, ১৪১০ সাল।

এই নির্বাচন কতটা গণতান্ত্রিক ?

দাদাঠাকুরের একটি কথা আজ বার বার মনে পড়িতেছে এবং তাহার যথার্থতা আজ অনেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন। সেই কথাটি হইল ঃ আপন আপন জেদ বজায় রাখিতে গিয়া ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক দলেই এক একজন কর্ত্তা হইয়া পালের গোদা হন আর বাচ্চা নেতাগুলি এক এক কর্ত্তার দোহারি করেন। এই দলাদলি কলিকাতার বড় সভা হইতে সামান্য পল্লিগ্রামের পঞ্চায়েতি বৈঠক পর্যন্ত হয় বিস্তৃত হইয়াছে।

যখন তিনি এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তখন এই দেশে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের পল্লীসমাজ বলিয়া একটি সভা ছিল। তাহাও ছিল পাঁচজনকে লইয়া। পঞ্চায়েত নামের তখন প্রচলন হয়নি। গ্রামে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গ্রামের মানুষদের লইয়া গঠিত হইবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম সংসদ। গ্রামের মানুষ সেইখানে তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতে পারিবে, আবাদ বিপদ সংবাদও চলিতে পারিবে। গ্রামের আমজনতার স্থানীয় সংসদ হইতেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত। তৃণমূল স্তর হইতে তাহার আরম্ভ। কংগ্রেস সরকার ১৯৭৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা চালু করার জন্য আইন পাশ করেন কিন্তু কার্য্যকর করিতে পারেন নাই। সাতাত্তর সালে সরকারে আসেন বামফ্রন্ট। তাহারাই সেই ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদান করেন। এই বছরই জুন মাসে পঞ্চায়েতের পঁচিশ বৎসর পূর্তি হইতে চলিয়াছে।

তাহার পূর্বেই নির্বাচন আর সেই নির্বাচন সদ্য সমাপ্ত হইল। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামে গ্রামে দলাদলি, রেষারেষি। ত্রাস সন্ত্রাস, সংঘাত সংঘর্ষ কত কি ঘটিয়া গেল। তৃণমূল স্তরের এই নির্বাচন আগামী দিনে বৃহত্তর নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের মঞ্চ, বলা যাইতে পারে নির্বাচন ক্ষেত্রকে দলীয় কব্জায় ধরিয়া রাখিবার কৌশলও।

অতঃপর পঞ্চায়েৎ নির্বাচন সমাধা হইল। নির্বাচনের ফলাফল লইয়া বোধহয় কাহারো মাথা ব্যথা নাই। যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। বাজারের বড় বড় সংবাদপত্রে, দূরদর্শনের পর্দায় ইত্যাকার ঘটনাবলী অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। দলে দলে বিরোধী দলে চলিয়াছে দলাদলি। গ্রাম্য মুখিয়া সমর্থক হইতে মন্ত্রী পর্যন্ত হিংসার শিকার হইয়াছেন। নির্বাচন লইয়া বিস্তর চাপান উতোর চলিয়াছে। অনেক সমাজবিরোধী বা দুষ্কৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রতলে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পাইয়াছে। দলের অভ্যন্তরে দল—কোথাও কোথাও তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাগিয়াছে। গ্রামের ভোটাররা মুখ খুলিতে চাহেন নাই। চাহেন নাই বলিলে সঠিক বলা যাইবে না. সাহস করেন নাই। কেমন যেন একটা ভীতি তাহাদের মনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। দলীয় কোন্দলে তাহারা অনেকেই তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করিয়া আসিয়াছেন। কোথাও কোথাও তাহারা জীর্ণ দীর্ণ। ভোটাধিকার সাধারণ মানুষের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। সেই অধিকার লইয়া গোল বাধিয়াছে। এমনটি কেহ চাহেন নাই বা প্রত্যাশা করেন নাই। একটা ভীতির শাসন কেমন যেন মানুষের মনে চোরা স্রোতের মত বহিয়া গিয়াছে বলিয়া কাহারো কাহারো মনে হইয়াছে। অনেকে মুখ বন্ধ রাখিয়াছে রক্ত চোখের শাসানিতে, আবার কেহ অশান্তির আশঙ্কায় মৌন অবলম্বন করিয়াছে। কেহ প্রার্থী হইতে পারিয়াছেন আবার কেহ পারেন নাই। আবার কাহাকেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে বিরুদ্ধ দলের চাপ সৃষ্টিতে। এইবারের পঞ্চজনের পঞ্চায়েৎ নির্বাচন সম্পন্ন হইল ঘটনা-রটনা-দুর্ঘটনার দড়ি টানাটানির মধ্য দিয়া।

এক বিদগ্ধ রাজপুরুষ

কুশানু ভট্টাচার্য্য

১৯১৪ সাল বিশ্বের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বছর। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনা। জঙ্গিপুর মহকুমার মহকুমা শাসক তখন অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। দেওয়ানী আদালতের প্রথম মুন্সেফ অপরাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নাটক পাগল মানুষ। আর শরৎচন্দ্র পন্ডিত তাঁর নাটকদলের অভিনেতা। তিনিই শরৎচন্দ্র পন্ডিতকে সংবাদপত্র প্রকাশ করার বিষয়ে উৎসাহিত করেন। পরে তিনি বদলি হয়ে গেলেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের আমলে প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। প্রকাশকাল ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ। সে সময় জঙ্গিপুর মহকুমায় দ্বিতীয় শাসক ছিলেন জেলারই এক কৃতী সন্তান— গুরুদাস সরকার। সরকারী কাজে শরৎচন্দ্র পন্ডিতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গুরুদাসবাবু ব্যক্তি জীবনে ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও উৎসাহী গবেষক।

গুরুদাস সরকার একবার নিজের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "আমার জীবনকথা অকিঞ্চিৎকর. দারিদ্র্যের সহিত আমার পরিচয় আছে। বহরমপুরেই আমার জন্মস্থান এবং তত্রস্থ কলেজেই শিক্ষালাভ করিয়াছি। দ্বাদশ বর্ষকালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতাঠাকুরাণী অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের দুই ভ্রাতাকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করেন। স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও স্বর্গীয় রাজা আশুতোষ নাথ রায়বাহাদুর দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। সেরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকিলে সৎসদৃশ পিতৃহীন বালকের লেখাপড়া কিছুই হইত না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজই আমি করি নাই। নভেম্বর মাসের শেষ দিন হইতে আমার পেন্সন হইবে। অবসর না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না।" এই আত্ম পরিচয়ের রচনাকাল ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র। অর্থাৎ ১৯৪২ এর আগষ্ট সেপ্টেম্বর। এই আত্মপরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র সরকার প্রণীত 'মুর্শিদাবাদ কথা'র পঞ্চম খন্ডে। এই বই থেকেই জানা যায়, গুরুদাস সরকারের বাবা ছিলেন অম্বিকাচরণ সরকার। বহরমপুর গোরাবাজারে তাঁদের বাড়ি ছিল। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলেও নিজের চেষ্টায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন ও স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। গুরুদাসবাবুর বাবা অম্বিকাচরণ ছিলেন বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মহাফেজখানার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কর্মজীবনে গুরুদাসবাবুও সরকারী কর্মচারী ছিলেন। ১৯১৪-তে তিনি জঙ্গিপুর মহকুমায় কর্মরত ছিলেন। চাকরীতে পদোন্নতি হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত মহকুমা হাকিমের পদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য গুরুদাস সরকার বিষয়ে আধুনিক যুগেও আলোচনার কারণ তিনি একজন জনপ্রিয় রাজকর্মচারী ছিলেন তার জন্য নয়। গুরুদাসবাবু একজন নিষ্ঠাবান গবেষক ও জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চার। 'পরিণাম' একটি উপন্যাস। রুশ লেখক টলস্টয়ের একটি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটির তিনটি খন্ড। বইয়ের নাম 'মন্দিরের কথা'।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

এক বিদগ্ধ রাজপুরুষ (২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশকাল ১৯২১। প্রকাশক বাটারওয়ার্থ এন্ড কোং কলিকাতা। ১ম খন্ডতে রয়েছে পুরীর মন্দিরের বিবরণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০। দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে কোনার্কের মন্দিরের কথা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬। তৃতীয় খন্ডে রয়েছে ভুবনেশ্বরের কথা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪১। বইটিতে ৩৯টি ছবি রয়েছে। সমালোচকের মতে, "'মন্দিরের কথা' বহুমুখী আলোচনায় পরিপূর্ণ এবং গুরুদাসবাবুর পান্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক।"

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী গুরুদাস সরকার ১৩৬২ বঙ্গাব্দ বা ১৯৫৫ সালে প্রকাশ করেন 'ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি'। ১২১ পৃষ্ঠার সচিত্র এই গ্রন্থের প্রকাশক কলকাতা নিবাসী দেবকুমার বসু। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ বা ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় 'তিব্বতের যাত্রাগান'। রত্নসাগর গ্রন্থমালার ১৮নং এই গ্রন্থটির প্রকাশক গ্রন্থজগৎ। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

গুরুদাসবাবুর পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও তিনটি সুলিখিত প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার অতীতের কথা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। শিরোনাম "সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর রাজত্বকাল"। প্রবন্ধটিতে জনপ্রবাদ ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কয়েকটি শিলালিপির উপর ভিত্তি করে সে যুগের ইতিহাস রচনার প্রয়াসটি সে সময়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল জার্নালের ত্রয়োদশ খন্ডের তৃতীয় সংখ্যায়।

মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত গুরুদাসবাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রতনগরস্থিত মন্দির বিষয়ে। প্রকাশিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রখ্যাত মুখপত্র 'রূপম' পত্রিকাতে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বা ও সি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' শীর্ষকগ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "বাংলাদেশে এমন এক সময় গিয়েছে যখন বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অনেকেই সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁদের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তো সর্বজনবিদিত। তারপরে নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি আরও কয়েকজন এই ধারা রক্ষা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে দিয়েছিলেন এগিয়ে। তারপরে দীর্ঘকালঅন্তে আমি এমন একজন সংস্কৃতিবান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম, যিনি শুধু সাহিত্যানুরাগীই নন, পরন্তু একজন বিশিষ্ট শিল্পপ্রেমী ও পুরাতাত্ত্বিক।"

এই গ্রন্থে ও, সি গাঙগুলী আরও উল্লেখ করেছিলেন, "'রূপমে' মন্দিরের কথা'র। সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া 'রূপম' পত্রিকাতে 'অরিজিন অব শিখর টেম্প্রলস্' আন্দ্রে কার্পেলের ফরাসী প্রবন্ধ 'ক্যালকাটা স্কুল অফ পেন্টিং' এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। "গুরুদাসবাবু ফরাসী ভাষা জানেন ভালো। এই সূত্রে তিনি ফরাসী ভাষার কয়েকখানি শিল্প পুস্তকেরও রিভিউ লিখেছিলেন রূপমে।" এছাড়াও বরিশাল শহরে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেখানেও স্থানীয় ঐতিহ্য নিয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। রেঙ্গুনে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীতে তিনি ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ আর্ট এর প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গুরুদাস সরকার ও ও, সি গাঙ্গুলী ১৯৩৬ এ গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁরা অজন্তা, ইলোরা, বাদামী, আইহোল, বিজয়নগর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এক মাস ধরে ঘুরেছিলেন। গুরুদাসবাবু সেবারে ফিরে এসে 'অজন্তার চিঠি', 'বাদামীর চিঠি', 'আইহোলের চিঠি' নাম দিয়ে কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেখিলেন 'বিষাণ' পত্রিকাতে।

সুলেখক রবীন মজুমদার চলে গেলেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ **গত ১ মে রাতে** বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক রবীন মজুমদার তিরাশি বছর বয়সে কোলকাতার বালিগঞ্জের বাসভবনে ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোকে মারা যান। বহরমপুরের বাসিন্দা রবীন মজুমদার তাঁর লেখনীর গুণে "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে। তিনি প্রধানত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতেন। অবিবাহিত রবীনবাবুর দুই ভাই এবং অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠক, সহকর্মী, বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে রাশিয়া-ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক অমূল্য সাহিত্য সম্ভার রেখে গিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জংগীপুর/রঘুনাথগঞ্জ শাখা

স্থাপিত—১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০০৩—২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হ'তে চার বছরের শিশুদের ভর্ত্তি করা চলে। কে জি হতে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১। জংগীপুর গার্লস হাই স্কুল, পোঃ জংগীপুর।
সময় সকাল ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত।

২। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল (পুরাতন ভবন)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ। সময় সকাল ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত।

ডি. এস. নাথ
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক,
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

মুর্শিদাবাদ বিষয়ক গুরুদাস সরকারের তৃতীয় বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকাতে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায়। প্রবন্ধটি গুরুদাসবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর চতুর্বিংশ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পড়েছিলেন। শিরোনাম ছিল, "সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাবকাল।" জঙ্গিপুর মহকুমার সুতী গ্রামের একটি প্রস্তর খন্ডের তোগরা লিপির উপর ভিত্তি করে জঙ্গিপুর মহকুমার অতীত দিনের বিভিন্ন বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছিল। "'আসা যাওয়ার মাঝখানে' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে নলিনীকান্ত সরকার ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ পরিচ্ছদে এই প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। নলিনীকান্ত এই দীর্ঘ আলোচনা শেষে মন্তব্য করেন, "গুরুদাসবাবু তাঁর 'সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাব" সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করেছেন।"

অবসর জীবনে গুরুদাসবাবু প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্প বিষয়ে যেসব মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তার জন্য মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসে তাঁর বিশেষ অবস্থান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তিনি এক বিস্মৃত নাম।

মহকুমার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল

জেলা পরিষদ ঃ ফরাক্কা—সিপিএম ১, কংগ্রেস ১। সামসেরগঞ্জ—সিপিএম ২। সুতী ২—কংগ্রেস ২। সুতী ১—কংগ্রেস ২। রঘুনাথগঞ্জ ১—সিপিএম ১, কংগ্রেস ১। রঘুনাথগঞ্জ ২—সিপিএম ১, কংগ্রেস ১। সাগরদীঘি—কংগ্রেস ৩।

পঞ্চায়েত সমিতি ঃ ফরাক্কা (মোট আসন ২৪) সিপিএম ১৩, কংগ্রেস ১১ ; সামসেরগঞ্জ (মোট আসন ২৪) সিপিএম ১৪, কংগ্রেস ১০ ; সুতী ২ (মোট আসন ২৭) সিপিএম ১, কংগ্রেস ২৩, আরএসপি ১, তৃণমূল ২ ; সুতী ১ (মোট আসন ১৮) সিপিএম ৪, কংগ্রেস ১১, আরএসপি ২, তৃণমূল ১ ; রঘুঃ ১ (মোট আসন ১৮) সিপিএম ৯, কংগ্রেস ৭, বিজেপি ১, আরএসপি ১ ; রঘুঃ ২ (মোট আসন ২৮) সিপিএম ১৭, কংগ্রেস ৯, আরএসপি ২ ; সাগরদীঘি (মোট আসন ৩১) সিপিএম ৮, কংগ্রেস ২৩।

[সাগরদীঘি, সুতী ১ এবং সুতী ২ পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেসের দখলে]

✪ পত্রিকা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল সরকারীভাবে প্রকাশ না হওয়ায় আমরা তা দিতে পারলাম না। আগামীতে প্রকাশ পাবে।

সি, আই, এস, এক জওয়ানের বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ২৯ এপ্রিল দুপুরে সুতী থানার অজগরপাড়ার উল্টোদিকে বাঁশলৈ ব্রীজের কাছে ফরাক্কা সি, আই, এস, এফ এর ক্যাম্পে বাজ পড়ে। বজ্রাঘাতে ডিউটিরত সেনট্রি ধর্মেন্দ্র সিং (৩২) মারা যান। তাঁর সহযোগী মানিক রায় (৩২) আহত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

তেরেঙ্গা ঝড়ে লাল পতাকা ধূলিসাৎ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভরসা। পঞ্চায়েত সমিতিতে লাল পতাকার রং একেবারেই ফিকে হয়ে গেছে সুতী ২ ব্লকে। সেখানে ২৭টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই ২৩টি আসনে বাম প্রার্থীদের পরাজিত করে সমিতির দখল নিয়েছে। এছাড়া সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসও ২টি আসনে জয়লাভ করেছে। সিপিএম ও আরএসপিকে ১টি করে আসন পেয়েই সেখানে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এছাড়া কংগ্রেস ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতিতে সিপিএমের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে ২৪টির মধ্যে ১১টি আসনে, সামসেরগঞ্জে ২৪টির মধ্যে ১০টি আসনে জয়লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য ফল করেছে কংগ্রেস সুতী-১ পঞ্চায়েত সমিতিতেও। সেখানে ১৮টি আসনের মধ্যে ১১টিতে কংগ্রেস ও ১টি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করে সমিতির দখল নিয়েছে। সেখানে সিপিএম ৪ ও আরএসপির মাত্র ২টি আসন। সাগরদীঘিতে কংগ্রেস সিপিএমের বিজয় রথ থামিয়ে দিয়ে ৩১টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে জয়লাভ করে পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ২৮টি আসনের মধ্যে ৪টি আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি। সেখানে সিপিএম আগেই ৪টি আসনে জিতে মোট ১৭টি আসনে, আরএসপি ২ ও কংগ্রেস ৯টি আসনে জয়লাভ করেছে।

এক বুথের বাক্সে অন্য বুথের ব্যালট

নিজস্ব সংবাদাতা ঃ গত ১৩ মে ভোট গণনার দিন সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নপাড়া ১০১ নং বুথের ব্যালট বাক্সের মধ্যে ঐ ব্লকের পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের কিছু ভোট দেয়া ব্যালট পাওয়া যায়। তেমনি বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০২ নং চামুন্ডা বুথের ব্যালট বাক্স থেকেও গণনার সময় গোবর্ধনডাঙ্গা অঞ্চলের প্রায় ২১টি কংগ্রেসে ছাপ দেয়া ব্যালট উদ্ধার হয়। ঐ দুই বুথের সিপিআই প্রার্থী হেলেনা হাঁসদা ও জয়কুমার মন্ডল সাগরদীঘির বিডিওর কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে তাঁরা অভিযোগ জানান।

ভোট একরকম নির্বিঘ্নে শেষ হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোটারদের মধ্যে শ্লিপ ইস্যু না করায় প্রিজাইডিং অফিসাররা ক্ষোভের মুখে পড়েন। গন্ডগোলে ঐ সব বুথে ভোট নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষে মাঝ রাতে ঝড়ের পর পুলিশের নজরবন্দীর মধ্যে ভোর রাত পর্যন্ত ভোট চলে। ঐ ব্লকের লোকাইপুর বুথের কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ীতে সিপিএমের লোকেরা বোমা ফেলে। প্রার্থীর শাশুড়ী আহত হন। গন্ডগোলে ভোট নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষে পরদিন সকাল পর্যন্ত ওখানে ভোট নেয়া চালু থাকে বলে জানান সুতী কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ সোহরাম। সামসেরগঞ্জ ব্লকের গঙ্গার ওপারে পারলালপুর, পারদেওনাপুর চরে সিপিএম বিহারের কায়দায় মাফিয়ারাজ কায়েম করে। বোমায় আহত বেশ কয়েকজনকে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়, সেখানে থেকে জঙ্গিপুরে। ফরাক্কা ব্লকের আলাইপুর প্রাঃ স্কুলের ৭৪ নম্বর বুথে সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই হয়। সেখানে টানটান উত্তেজনার মধ্যে সিপিএমের একজন নকল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তৃণমূল এজেন্ট এটা ধরাতে তার বাড়ীতে বিরোধী পক্ষ হামলা চালায়। শেষে পুলিশ গিয়ে ঘটনা আয়ত্বে আনলেও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি—এই অভিযোগ তৃণমূল নেতা সোমেন পান্ডের। সাগরদীঘির হলদিগ্রামে প্রিজাইডিং অফিসারের ভুলে বেশ কিছু ব্যালট পেপার উল্টোভাবে ভাঁজ করে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। উল্টো ভাঁজের জন্য ব্যালট পেপার প্রকাশ্যে ভোট বাক্সে ফেলার সময় সবকিছু দেখা যায়। গোপনীয়তা বলতে কিছু থাকে না। এই নিয়ে হৈচৈ শুরু হলে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ভোট নেয়া বন্ধ থাকে। পড়ে সঠিক ভাঁজে ব্যালট পেপার চালু করে ভোট শুরু হয়।

চারজন গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

১২ মে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে পুনরায় ভোট নেয়া হয়। পুলিশ এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া মহকুমায় গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

তাই আমাদের পরাজয় (১ম পৃষ্ঠার পর)

সিপিএম বিরোধী ভোট সব এক বাক্সে কংগ্রেসের দিকে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, কোথাও কোথাও বাম শরিকদের ভোটও কংগ্রেসের অনুকূলে গেছে। আর মুর্শিদাবাদে সিপিএম পঞ্চাশ শতাংশও ভোট পায় না। তাই যখনই বাম বিরোধী ভোট এক বাক্সে পড়বে তখনই সিপিএমের পরাজয় ঘটবেই বলে মনে করেন মৃগাঙ্কবাবু। গত ১৩ মে গণনার দিন সিপিএমের রঘুনাথগঞ্জ পার্টি অফিসে বসে হতাশ মৃগাঙ্ক বলেন, জেলা পরিষদেও আমরা বিপন্ন। এর বিশ্লেষণ করলে আরও কিছু তথ্য পরে পাওয়া যাবে। তবে জঙ্গিপুরে বামফ্রন্টের শরিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বেও যে সিপিএমের ক্ষতি হয়েছে তা মানছে সিপিএম।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।